

বিষয়: রোহিঙ্গা সহায়তায় জেআরপি (Joint Response Plan) ২০১৯ বিষয়ে সিসিএনএফ-এর অবস্থান

স্থানীয়করণ ও দ্বন্দ্ব নিরসনে দলিলটি কতটুকু সংবেদনশীল? মানবিক সাহায্যের স্বচ্ছতা চাই

১. এবারের জেআরপি ২০১৯ নিম্নোক্ত কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ:

(ক) গত সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে গ্রান্ড বারগেইন মিশন বাংলাদেশে স্থানীয়করণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে গেছে। এই সুপারিশগুলো আগামী ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার তাগিদও দেওয়া হয়েছে মিশনের প্রতিবেদনে। এ ব্যাপারে মিশনের ২৪টি প্যারামিটার বা সূচক রয়েছে, যা এর সাথে সংযুক্ত করা হলো।

(খ) ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জরুরি সেবাসমূহ স্থাপিত হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমাগতই সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহ প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। জেআরপি ২০১৯ কে অবশ্যই সম্ভাব্য সংঘাতের প্রতি সংবেদনশীল (Conflict Sensitive) হতে হবে।

(গ) এখন থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সামাজিক ঐক্যসহ (Social Cohesion) দীর্ঘমেয়াদী বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মানবিক মর্যাদা নিয়ে ফেরৎ না যাওয়া পর্যন্ত শিবিরে ঘনবসতি শিথিল (Decongestion) করা, শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা ফিরে গিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে।

২। জেআরপি ২০১৯-এ পূর্বের জেআরপি-র মতোই স্থানীয় সরকার, স্থানীয় নাগরিক ও স্থানীয় এনজিওদের অংশগ্রহণের অবকাশ হয়েছে খুবই সীমিত। ISCG (Inter Sector Coordination Group) হচ্ছে এই দলিলের প্রণেতা, যারা মূলত UN Expert এবং INGO-এর কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত। ইংরেজি ভাষাই এর প্রধান মাধ্যম। অনেক আগে থেকেই আমরা দাবি করে আসছি:

(ক) ISCG -এর কল্পবাজারসহ নিচের দিকে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

(খ) ISCG -এর নেতৃত্বের কাঠামোতে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) একইভাবে, যেসব ইউনিয়নে শরণার্থী ক্যাম্প রয়েছে, সেই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

কিন্তু এসব দাবির বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি। বিচ্ছিন্ন কিছু প্রচেষ্টা থাকলেও

স্থানীয়দের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়নি। নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ইউএন এজেন্সি ও আই-এনজিওদের হাতেই।

৩। এতো কিছু সত্ত্বেও ইতিবাচক সম্পৃক্ততা (Positive Engagement) ও মতবিনিময়ের নীতি অনুসরণ করে গ্রান্ড বারগেইন (স্থানীয়করণের জন্য জাতিসংঘের এজেন্সি ও দাতা সংস্থাসমূহের প্রতিজ্ঞা) এবং চার্টার ফর চেঞ্জ (স্থানীয়করণের জন্য আইএনজিও সমূহের প্রতিজ্ঞা)-এর আলোকে আমরা সিসিএনএফ গত আগস্ট ২০১৭ থেকে একের পর এক স্মারকলিপি প্রদান, সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। এমনকি জেআরপি ২০১৯ কে প্রভাবিত করার জন্য আমরা ২৫ নভেম্বর তারিখে কল্পবাজার এবং ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকায় সেমিনার করেছি, যার মূল বক্তব্য ছিল:

(ক) দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কল্পবাজারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, এবং

(খ) যে সাহায্য ইতিমধ্যে এসেছে এবং আরো আসবে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

(গ) উক্ত সেমিনার সমূহে UN এবং INGOর অনেক কর্মকর্তারা প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার প্রতিফলন খুব কম।

৪। জাতিসংঘ শরণার্থী কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে কল্পবাজারে মোট ১ লাখ ৭২ হাজার ১শ ৮১টি পরিবারের ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮শ ৫ জন রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে (ইউএনএইচসিআর, ১৫ জানুয়ারি, ২০১৯)। রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য এই পর্যন্ত জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান ২০১৮ এর আওতায় পাওয়া গেছে ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৫৫০২ কোটি টাকা। এই প্ল্যানের বাইরে আরও ৭২.১ মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে প্রাপ্ত অর্থ হিসাব করলে প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য প্রতি মাসে বরাদ্দ করা যায় প্রায় ৩৫১ ডলার (প্রায় ২৯ হাজার ৫শ টাকা) এবং বছরে প্রায় ৪২১৭ ডলার (৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা প্রায়)।

আমরা সবসময় এই টাকার ভিতরে (১) ব্যবস্থাপনা খরচ (২) বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য খরচ, (৩) পার্টনারশীপ খরচ স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কত খরচ হচ্ছে, (৪) বা স্থানীয় অধিবাসী বা Host Community এর জন্য কত খরচ হচ্ছে,

(৫) সরাসরি শরণার্থীদের কত খরচ হচ্ছে তা স্বচ্ছতার সাথে জানতে বারবার দাবি করে এসেছি।

৫। কিন্তু এই তথ্যগুলো পাওয়া খুব দুষ্কর। প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের স্বচ্ছতা যদি না থাকে, তাহলে সাধারণ জনগণ ও সরকার কিভাবে এখানে অংশগ্রহণ করবে এবং গ্রান্ড বারগেইনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রমাগতভাবে পরিচালন ব্যয় বা **transaction cost** কমিয়ে দক্ষতা (**Efficiency**) বাড়ানো যাবে। এতে স্বচ্ছতা না থাকলে জনগণ কিভাবে অংশগ্রহণ করবে?

বারবার দাবি করা সত্ত্বেও ISCG এই রোহিঙ্গা সাহায্যের প্রাপ্ত অর্থের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেনি। ISCG মূলত UN Agency গুলোর সাহায্যের হিসাবটা যায়, INGO বা NGO-দের অর্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে আসে। সময় এসেছে, সরকারের উচিত এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা:

(ক) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার মাধ্যম কত টাকা আসছে?

(খ) সেখানে ব্যবস্থাপনা, বিদেশী কর্মীর জন্য, মাঠ কার্যক্রম, অংশীদারিত্বের খরচের হার কত?

(গ) এই হিসাবগুলো পর্যালোচনা করে **Cost Effectively Ratio** জন্য চাপ দেয়া

বর্তমান সময়ে প্রায় ১৩০০ জন (১০০০ UN + ৩০০ NGO) বিদেশি এই সময়ে কাজ করেছে, প্রায় ৬০০ গার্ডি বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো কি Demand Driven না Supply Driven তা প্রশ্ন করা যায় বৈকি!

৬. যেখানে উঁথিয়া টেকনাফের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় শেষ। কক্সবাজার জেলার সীমিত আয়ের মানুষের জীবনযাপন, দ্রব্যমূল্য ও বাসা ভাড়া বৃদ্ধির কারণে পর্যুদস্ত। যেখানে সরকারের তাগাদা থাকতে হবে যাতে এই বৈদেশিক সাহায্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। সাহায্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকলে:

(ক) কক্সবাজারের মৌলিক অর্থনীতি ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(খ) **Bubble up Economy** ধরনের স্থানীয় মুদ্রস্ফীতির অবতারণা হয়েছে এবং যা আরো হতে পারে। যেমনটি সুনামির পর শ্রীলংকায় হয়েছিল।

তবে এই সাহায্যের অর্থনীতিতে যদি স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের সাথে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে কক্সবাজারের উৎপাদনশীল অর্থনীতি কিছুটা হলেও গতিশীল এবং বেগবান হতে পাও বৈ কি !

এই সাহায্য অর্থনীতির বর্তমান সুবিধাভোগী কিন্তু কক্সবাজারের নিম্নবিত্ত, কৃষক, মৎস্যজীবী, সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তা শ্রেণী নয়। এই সাহায্য অর্থনীতির বর্তমান সুবিধাভোগী কিন্তু

বৃহদার্থে UN ও INGO-র কর্মীরা, কিছু স্থানীয় NGO উচ্চ শ্রেণীর কর্মী, বাড়ীর মালিকরা, ৫-৩ তারা হোটেল মালিকরা, ছিটে ফোটা ভাড়া প্রদানকারী গাড়ীর মালিকরা।

আমরা জানতে পেরেছি ওয়াল্ড ব্যংক এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যংক ও এই ক্ষেত্রে টাকা দিচ্ছে। আমরা দাবী করছি যে, এই টাকা কোথায় এবং কিভাবে খরচ হবে তাও স্বচ্ছতার জন্য সবাইকে জানাতে হবে।

রেমিটেন্স প্রবাহকে যেমন পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে ভোগবাদী অর্থনীতি থেকে উৎপাদনশীল অর্থনীতিতে রূপান্তর করা যায়। একইভাবে সাহায্যের যা ডিসেম্বরের ২০১৯ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে মোট ডলার ৮২.০ বিলিয়নকে কিভাবে উৎপাদনশীল খাতে Divert করা যায় তার পরিকল্পনা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে এখন শর্ত হচ্ছে, **UN Agency** ও **INGO** গুলোকে সাহায্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকারকে তা উৎপাদনশীল খাতে নিয়ে যাবার জন্য এবং কক্সবাজারের উন্নয়নের ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে।

৭। আমাদের মৌলিক প্রত্যশাসমূহ:

বিষয়গুলো নতুন কিছু নয়। বিগত আগস্ট ২০১৭ থেকে বিভিন্ন স্বাক্ষরিত প্রদান ও ডায়লগ এর মাধ্যমে আমরা দাবী করে আসছি। এসবগুলোই **Cross Cutting** হিসেবে খুব সহজেই বিবেচনা করা যায়। যা এই **Grand Bargain Mission (September 2018)** ও অনুমোদন ও গ্রহণ করেছেন।

(ক) ISCG তথা রোহিঙ্গা রিলিফ প্রক্রিয়ায় বক্সবাজার থেকে মাঠ পর্যায়ে ভাষা মাধ্যম হিসেবে বাংলা বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশীদের বাংলা শিখতে হবে।

(খ) ISCG-র গ্রুপগুলোকে স্থানীয় সরকার ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। গ্রুপগুলোর নেতৃত্বে দেশীয় সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাগুলো থেকে হতে হবে।

(গ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম থেকে UN Agency ও INGO দের উঠে এসে তা স্থানীয় সরকার, সরকারী বিভাগ এবং স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে করতে হবে। UN Agency এবং আইএনজিওর মনিটরিং এবং Capacity Building নিয়োজিত থাকতে পারে।

ঘ) ISCG তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হালনাগাদ এবং প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণ প্রকাশ করবে, যেখানে

- ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজারসহ সকল অফিসের ও কর্মীদের খরচ।

- মাঠ পর্যায়ের তথ্য কক্সবাজারের নিচের দিকের খরচ।

- ইনপুট এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার খরচের অনুপাত, অংশীদারিত্বের বাস্তবায়নের খরচ সংক্রান্ত তথ্য সময়ে সময়ে প্রকাশ করবে, যাতে জনগণ সহজে মতামত দিতে পারবে। সর্বোপরি ক্রমাগতভাবে খরচ কমানো এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী তারা যেন তাদের ন্যায্য বরাদ্দ পায়।

ঙ) Expatriate/ বিদেশী এবং গাড়ির খরচ কমিয়ে আনতে হবে। UN Agency ও INGO গুলোকে Common logistical Pool করতে হবে। এ ধরনের Common logistical Pool করার প্রস্তাবনা Grand Bargain Commitment এ ছিল।

চ) UN Agency ও INGO দেরকে নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো দ্রুত তৈরি করতে বাস্তবায়নে যেতে হবে:

১. Criteria ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক স্থানীয়করণ পলিসি। স্থানীয় এনজিওদের Accommodate করার পরই শুধু অস্থানীয় তথা অন্য এলাকা থেকে আসা এনজিও বা জাতীয় এনজিওদের প্রকল্প দেওয়া যাবে অন্যথায় নয়।
২. তাদের তথা UN ও INGO দের দেশীয় কর্মীরা যাতে নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে তার জন্য Conflict of interest free নীতিমালা তৈরি করতে হবে। পার্টনারশীপ এনজিও নির্বাচনে UN ও INGO দেশীয় কর্মীদের স্বচ্ছতার সাথে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।
৩. একটি সহজ ও উন্মুক্ত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা থাকবে, যেখানে রোহিঙ্গা শরণার্থী সহ বাহিরের লোকজন অভিযোগ করতে পারবে এবং দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি পাবে।

৪. মানবাধিকার, পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও শ্রদ্ধাবোধের আলোকে সব সংস্থার Code of conduct বা আচরণবিধি থাকবে।

৫. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা ও তাদের অংশগ্রহণের জন্য একটি নীতিমালা থাকতে হবে।

৬. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কিভাবে কাজে ব্যস্ত রাখা যায় বিশেষ করে তাদের ভেতর সন্ত্রাসী মৌলবাদের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য আয়বর্ধন এবং বিভিন্ন সচেতন মূলক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

ছ) CCNF মনে করে যে, রোহিঙ্গা রিলিফ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ের সকল এবং সেবা কর্মীদের চাকুরী যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ৭০% স্থানীয়দের জন্য হওয়া উচিত।

জ) প্রতিটি চাকুরীর বিজ্ঞাপন কক্সবাজারের পত্রিকায় হতে হবে। সেক্ষেত্রে Head Hunting হতে পারবে না। ন্যূনতম Ethical Recruitment policy তৈরি এবং মানতে হবে। সর্বোপরি Common Salary framework তৈরি করতে হবে, যাতে UN এবং NGO গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়, রোহিঙ্গা রিলিফের ব্যয় কমে আসে।



সচিবালয়

বাড়ি ৭৫ ব্লক:এ, লাইট হাউজ রোড
কলাতলী, কক্সবাজার।

ইমেইল: ccnf.info@gmail.com

ফোন: +৮৮০৩৪১-৬৩১৮৬, + ৮৮০৩৪১-৬৩৫৪৬

ওয়েবসাইট: www.cxb-cso-ngo.org

পরিশিষ্ট

গ্রান্ড বারগেইন বাংলাদেশ মিশন, ৮ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রতিবেদন, সুপারিশ সেকশন

৩. সুপারিশসমূহ

গ্রান্ড বারগেইনকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনগুলোর কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে মিশন টিম, বিশেষ করে গ্রান্ড বারগেইনের স্থানীয়করণ বিষয়ক কর্মধারা এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনগুলোর এডভোকেসির প্রসংশা করেছে তারা। তাদের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- (১) গ্রান্ড বারগেইনের বিষয়সমূহ ও তা বাস্তবায়ন করতে কী করণীয় তা ভালোভাবে জানতে নিজেদের দল ও সংগঠনের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য আমরা গ্রান্ড বারগেইনে স্বাক্ষরকারীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
- (২) সম্মিলিত বোঝাপড়া ও স্থানীয়করণের লক্ষ্যে যৌথ অগ্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় মানবিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে সম্মিলিত, গঠনমূলক ও সত্যনিষ্ঠ আলোচনা উদ্যোগ চালু থাকতে হবে।

মিশন টিম নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করে, যার প্রত্যাশা হচ্ছে-

- (৩) পরিকল্পিত, লক্ষ্য অভিমুখী ও পারস্পরিক সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে মানবিক সহায়তার কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ বৃদ্ধির উদ্যোগকে সহায়তা করা।
- (৪) এই পরিবর্তনের লক্ষ্য হবে ন্যায্যতাভিত্তিক অংশীদারী, তহবিল প্রদানে উত্তম চর্চা, এবং সমন্বয়ের মনোভাব।
- (৫) এর মাধ্যমে নারী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণসহ স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনসমূহের নেতৃত্ব বৃদ্ধি পাবে, যার ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান সূচিত হবে।

দাতা সংস্থাসমূহ (প্রাতিষ্ঠানিক ও দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থাসমূহ)

- (৬) বাস্তবায়ন অংশীদার (ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টনার) এবং আরো নিচের দিকে সম্প্রসারিত বাস্তবায়ন অংশীদারদের সাথে চুক্তির মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় মানবিক সংস্থাসমূহের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা উন্নয়নে

সহায়তার ব্যাপারে উত্তম চর্চার গুরুত্ব থাকতে হবে।

- (৭) অংশীদারী চুক্তির মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওসমূহকে তহবিল প্রদানকারী দাতা সংস্থা কর্তৃক 'ওভারহেড খরচের' ন্যূনতম ভাগ নির্ধারণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- (৮) স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে হয় সরাসরি অথবা যথাসম্ভব সরাসরি অংশীদারির মাধ্যমে (এক স্তরের লেনদেন) অ-পূর্বনির্ধারিত (un-earmarked) অর্থাৎ শিথিল ও বহু-বছর মেয়াদী মানবিক সহায়তার অনুপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন। অথবা
- (৯) দেশ ভিত্তিক পুল ফান্ডের মাধ্যমে, যেখানে স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনের সরাসরি প্রবেশাধিকার থাকবে।
- (১০) সুশীল সমাজ সংগঠকসহ, মানবিক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব শক্তিশালী করার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটর (আরসি) ও বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করুন।

জাতিসংঘের এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক এনজিও

- (১১) দেশের মানবিক সংগঠকদের ম্যাপিং-এর উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠক এবং স্থানীয় মানবিক সংগঠকগণ মিলে একটি স্থানীয়কৃত মানবিক সাড়া প্রদানের রোডম্যাপ প্রস্তুত করবেন; যার মধ্যে থাকবে:
- (১২) স্থানীয়করণ লক্ষ্য ও অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য ও সচেতনতা শক্তিশালী করা: আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মানবিক সহায়তা তহবিল বিষয়ক তথ্য সংক্রান্ত প্রকাশনা, সংগ্রহ ও বৃহত্তর অংশীদারী গড়ে তুলতে হবে।
- (১৩) মানবিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক মানদণ্ড নির্ধারণ;

^১ ওভারহেড খরচের সংজ্ঞার জন্য দেখুন: RANA Raj (2017), *Initial Research: Provision and Conditions of Core/ Overhead/ Indirect Costs for Local/National Humanitarian Sectors*, পৃষ্ঠা ৫। "মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের অবকাঠামো দরকার যা তাদের মিশন ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়

ছাড়াও থাকতে পারে অফিস ভাড়া, বিলসমূহ, সহায়ক কর্মীর বেতন ভাতা, প্রযুক্তি, মানব সম্পদ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়, বীমা ও প্রধান কার্যালয় পরিচালনার খরচ ইত্যাদি।" গ্রান্ড বারগেইনের স্থানীয়করণ বিষয়ক বাংলাদেশ মিশন, ৮ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

(১৪) জরুরি কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নৈতিকতার ভিত্তিতে মানব সম্পদ/ নিয়োগ বিধি/ চর্চা/ ন্যূনতম মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা।

(১৫) পারস্পারিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পদ্ধতির উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান (কাজের মাধ্যমে শেখার মনোভাব, বন্ধুসুলভ পদ্ধতি, বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ও প্লাটফর্মের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং

(১৬) স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বৃদ্ধি, ইত্যাদি)।

(১৭) আরো শিখিল, স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই ও সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন সময় পদ্ধতি কার্যকর করা (অনুবাদ করা, সহজতর ভাষা ব্যবহার এবং যৌথ নিরূপণ করা)। “এনজিও প্লাটফর্ম শক্তিশালী করা এবং আরো নৈতিক, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর সাড়াপ্রদানের জন্য (সার্বিক ও সেক্টর নেতৃত্ব) সমন্বয়ের উন্নয়ন” বিষয়ক ইকভা-র সুপারিশসমূহও পুনর্নিশ্চিত করে মিশন।

(১৮) স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনসমূহের জন্য মানবিক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট দাতা প্রতিষ্ঠানে আরো প্রবেশাধিকার ও সম্পৃক্ততার ব্যবস্থা (তহবিল প্রদান পদ্ধতি সহজ করে থিম ভিত্তিক ফোরামের কথা ভাবা যেতে পারে, যাতে পুল ফান্ডসহ বিভিন্ন তহবিলের জন্য আবেদন করার সময় যেন স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনগুলো তা সহজে বুঝতে পারে, যাচাই করতে পারে এবং নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করতে পারে) দাতা/ দাতা এবং দাতা/ সরকার এডভোকেসির সহায়তার মাধ্যমে (যেমন, কৌশলগত আলোচনা, তথ্য বিনিময়, উত্তম চর্চা ইত্যাদি)। জাতীয় সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার বাইরেও দাতা সংস্থা অভ্যন্তরীণভাবে অনেক কিছু করতে পারে।

(১৯) প্রতিবেদন/ পর্যালোচনা আয়োজনে সহায়তা (প্রতিবেদন পদ্ধতি সহায়ক থিম নিয়ে একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যেতে পারে, যা স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনসমূহকে প্রতিবেদন বিষয়ে বুঝতে, এগিয়ে যেতে ও নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করবে)।

(২০) বাংলাদেশে চলমান কাজ ও সহায়তায় নারীদের সম্পৃক্ততা উদ্বুদ্ধ করা। মানবিক কর্মকাণ্ড সমন্বয় পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোতে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি করতে মানবিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক নারী প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা, জেডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা করতে স্থানীয়/ জাতীয় সংগঠনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং নারী কর্মীদের জন্য মানবিক

কর্মকাণ্ডে সেফগার্ডিং ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠন

- (২১) স্থানীয় ও জাতীয় মানবিক সংগঠনগুলোকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও সমতার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতর স্থানীয় মানবিক সংগঠনের সাথে কাজ করতে হবে যেমন- কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) অথবা তৃণমূল সংগঠনের সাথে কাজ করতে হবে, রোডম্যাপে উল্লিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজের ক্ষেত্রে তাদেরকে পর্যাণ্ডভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে।
- (২২) স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনের সর্বস্বীকৃত সংজ্ঞার জন্য বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সমূহ ব্যবহার করা, যেমন নাহাব, সিসিএনএফ এবং এনজিও প্লাটফর্ম এবং কিভাবে বৃহত্তর সহযোগিতা, সম্মান এবং পারস্পারিক শক্তি বৃদ্ধি করা যায় সে ব্যাপারে সম্মত হওয়া।

সরকার

- (২৩) মানবিক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সুযোগ চিহ্নিত করবে, সুশীল সমাজ সংগঠনের রেফারেন্স অনুযায়ী এনজিও ব্যুরোর সহায়ক ও নিয়ন্ত্রণ ভূমিকাসহ।

কল্পবাজার বিষয় অতিরিক্ত সুপারিশ

আমরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কল্পবাজারে একটি স্থায়িত্বশীল ট্রানজিশনের আহ্বান জানাই:

- (২৪) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কর্মরত আইএসসিজি এবং স্থানীয় সংগঠনকে ট্রানজিশন বিষয়ে তিন-বছর মেয়াদী সম্মতিতে আসতে হবে, যেখানে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে স্থানীয় সংগঠন বছর ভিত্তিক আরো বেশি সরাসরি সাড়া প্রদান সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে।
- (২৫) বিশেষ করে শরণার্থী অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি, ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ (যা সাব-অফিসের আইএসসিজি প্রধানগণ উত্থাপন করেছেন)।
- (২৬) স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনে লক্ষীভূত বিনিয়োগে সহায়তা, যার উদ্দেশ্য ও সক্ষমতা হবে বর্ধিত চাহিদা পূরণে তাদের সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

III. RECOMMENDATIONS

The Mission Team commends the work of local and national actors in promoting the Grand Bargain, in particular the localization work stream, and advocating the delivery of the commitments.

- (1) We call on Grand Bargain signatories to **hold regular discussions** within their teams and organizations to learn more about the Grand Bargain and identify actions.
- (2) Concerted, constructive and **honest dialogue** by local and national humanitarian actors and international actors should be continued towards building a shared understanding of **and jointly progress on localization**.

The Mission Team proposes the following recommendations that seek

- (3) to support a **shift to increased implementation of humanitarian aid by local and national actors** supported by planned, targeted and mutual capacity development.
- (4) This shift should aim towards **equitable partnership, good practices on funding, and coordination approaches**
- (5) that **increase leadership by local and national actors including women, host communities and affected people**, resulting in sustainable long-term solutions for the affected people.

Donors (Institutional and bilateral donor agencies)

- (6) Partnership agreements with implementing partners and their subsequent implementing partners should integrate a number of **good practices supporting leadership and capacity of local and national humanitarian actors**.
- (7) This should include defining a **minimum percentage coverage for overhead costs**² provided by international actors who pass funding to local and national NGOs in partnership agreements.
- (8) **Increase the proportion of un earmarked and multi-year humanitarian assistance either through direct or as direct-as-possible (one transaction layer) partnerships with national and local actors** or through
- (9) **Country based pooled funds**, which are directly accessible for local and national actors.
- (10) **Work with the Resident Coordinator (RC) and the Government of Bangladesh to identify opportunities to strengthen local and national leadership** and decision-making in humanitarian action, including by civil society actors.

UN agencies and International NGOs

- (11) Based on **mapping of humanitarian actors in-country, international humanitarian actors and local**

² For definition of overhead costs see: RANA Raj (2017), *Initial Research: Provision and Conditions of Core/Overhead/Indirect Costs for Local/National Humanitarian Sectors*, p.5.

"Humanitarian organizations require infrastructure that enables them to deliver on their mission and objectives. This can include,

amongst other items, office rent, utilities, support staff costs, IT, HR and financial systems, insurance and HQ support costs." GB Localization Workstream Mission to Bangladesh, 08-13 September 2018 13

humanitarian actors should together develop a roadmap to a localised humanitarian response including:

- (12) **Strengthening data and awareness on localization goals and progress:** with greater sharing, collection, and publishing of data on first, second, and third tier humanitarian funding – both international and national.
- (13) **Drawing on the Core Humanitarian Standard,**
- (14) **development of ethical human resource/ recruitment principles/ practices/ minimum standards, relevant to surge and other stages of the emergency**
- (15) **development and supporting for mutual capacity building systems (learning-by-doing approach, buddy system, ensure access to platforms and networks and**
- (16) **increased participation and leadership of local and national actors, etc.),**
- (17) **putting in place more flexible, contextualized, inclusive coordination mechanisms (providing translation, using simplified language and making joint assessments).** The mission reaffirms the recommendations of the ICVA for “Strengthening the NGO Platform and improving Coordination (overall, and sector leadership), Advocacy, Leadership and Partnerships for a more principled, accountable and effective response.”
- (18) **improved access to and engagement with the humanitarian donor architecture for local and national actors** (some sort of forum could be considered with the theme of demystifying funding processes, helping local and national actors to understand, navigate and focus their efforts in applying for funds as well as pooled

funds), supported by donor/donor and donor/government advocacy (such as strategic discussions, information sharing, best practice, etc.). Beyond working with national actors, donors can do more internally.

- (19) **support for facilitated reporting / reviews** (the establishment of a forum could be considered with the theme of facilitating reporting processes, helping local and national actors to understand, navigate and focus their efforts in reporting),
- (20) **fostering the engagement of women through building on and supporting the work of the Bangladesh.** Women Humanitarian Platform around increased women leadership in humanitarian coordination mechanisms and decision-making bodies, strengthening capacities of local/national humanitarian actors in addressing gender-based violence, and improved humanitarian safeguarding and protection measures for female staff; and

Local and National Actors

- (21) **Local and national humanitarian actors should work together with smaller local humanitarian actors such as Community-Based Organizations (CBOs) or grassroots organizations** in networks in a transparent and equal manner, applying the same standards defined in the roadmap and including them adequately in the work with international humanitarian actors.
- (22) **Use existing networks such as NAHAB, CCNF, and the NGO Platform to come up with a common definition of local and national actors** and agree on ways of how to better collaborate, respect and build on each others’ strengths.

Government

- (23) **Government of Bangladesh to identify opportunities to strengthen local and national leadership and decision making in humanitarian action,** including the enabling and regulating role of the NGO Affairs Bureau with reference to civil society actors.

Additional recommendation on Cox's Bazar

We support/call for a sustainable transition in Cox's Bazar through:

- (24) **ISCG and local actors working with government officials to agree on a**

- three-year timeline of transition, where each year, local actors, led by local government, have greater responsibility in directly managing and delivering the response;**
- (25) **Capacity strengthening efforts that are integrated and specifically focused around protection and refugee rights-based programming** (which has been raised by ISCG Heads of Sub-Office), camp management, and coordination;
- (26) **Supporting targeted investments in national and local organizations, which may have the ability and desire to scale up their responses to meet a greater proportion of need.**